Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia

ISSN: Nil Volume – 1 Issue- January- June 2023

উপনিবেশের অক্ষ

ড. কল্যাণ চ্যাটার্জী (ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস)
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, পুরুলিয়া

নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্ট উপন্যাসে পাঁচ ধরনের প্রবণতা চোখে পড়ে। এর মধ্যে প্রথমটি যদি হয় হারবার্টের পিতা ললিতকুমারের ঔপনিবেশিক সায়েবি কেতার প্রতি আকর্ষণ ও প্রেম, দ্বিতীয় প্রবণতাটি তাহলে হল সন্তান হারবার্টের মধ্যে সে প্রেমের এক ব্যঙ্গাত্মক আত্মপ্রকাশ। যার ফলে সায়েব নামধারী হারবার্ট হয়ে ওঠে 'বাঁট পাখি' (১৩) - মস্করার খোরাক। হারবার্টের পরলোক চর্চা উপন্যাসের তৃতীয় প্রবণতা হলে চতুর্থটি হলো উপন্যাসটি জুড়ে মার্কসীয় বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপ ও বিশ্বাস, যা মূলত বিনুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। আবার তা খানিকটা দেখা যায় বিনুর পিতা কৃষ্ণলালের মধ্যেও। উপন্যাসের পঞ্চম প্রবণতাটি জড়িত যুক্তিবাদীদের সঙ্গে, যারা এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রগতির ধারণায় বিশ্বাসী। হারবার্ট উপন্যাস জুড়ে এই প্রবণতা গুলি নিজেদের মধ্যে একদিকে যেমন নানান যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করতে থাকে অন্যদিকে তারা আবার একই ভাবে একাধিক সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যক্ষ সংঘাত সংঘটিত করার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে দুটি প্রায় সুস্পষ্ট, বিরুদ্ধধর্মী অক্ষ তৈরির দিকে। এই দুই অক্ষের একটি যদি হয় উপনিবেশ এনলাইটেনমেন্ট, যুক্তিবাদ ও মার্কসীয় বিপ্লবের ধারণা দিয়ে নির্মিত, অপর অক্ষটির নির্মাণ তবে এই অক্ষের প্রতি পোস্টমর্ডানিস্ট অনাস্থা, অবিশ্বাস ও আশঙ্কার সাথে সাথে প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতের ধারণা দিয়ে। বলাই বাহুল্য হারবার্টের চেতনা এই দ্বিতীয় অক্ষটির সঙ্গে জড়িয়ে।

প্রথম প্রবণতার আলোচনায় আসা যাক। ললিতকুমারের পিতৃদত্ত নাম সেকেলে। কিন্তু তিনি সাহেবিয়ানার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট। বলা চলে ললিতকুমার সাহেবিয়ানার একরকম সংগ্রাহক। তাঁর সংগ্রহে একদিকে যেমন আছে চলচ্চিত্রে ব্যর্থ নায়িকা মিস রুবি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বিলিতি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফটো সম্বলিত রঙিন অ্যালবাম। ললিতকুমারের এই ফটো এলবামে ছিল "... রুডলফ ভ্যালেনটিনো, লন চ্যানি (নানা ধরণের চরিত্রে), ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো, লিলিয়ান গিশ, মেরি পিকফোর্ড, এরল ফ্লিন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের ক্লার্ক গেবল, রবার্ট টেলর, ভ্যান হেফলিন, হামফ্রে বোগার্ট, বেটি ডেভিস, ভিভিয়ান লেই, ক্যাথরিন হেপবার্ন প্রমুখের রঙীন ফটো" (২০)। শুধু এ ধরণের সংগ্রহই না, ললিতকুমার চড়তেন সানবিম ট্যালবট, পান করতেন "বিলিতি সিগারেট ও স্কচ হুইস্কি" (২০)। সায়েবিয়ানার আবেশে অথবা হয়তো বা সংগ্রহের এই আতিশয্যে ললিতকুমারের ভ্রম হয় "ছেলের চেহারার সঙ্গে কোথাও একটা লেসলি হাওয়ার্ড মার্কা হলিউডি চেহারার মিল আছে", আর অমনি "সাহেবি নাম হয়ে গেল - হারবার্ট" (২১)। ললিতকুমারের এই অনুকরণ প্রবৃত্তি উপনিবেশের শাসিতের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো ঝোঁক বা আসক্তির ইঙ্গিত নয়। তাত্ত্বিকেরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশকারীর শাসক ও শাসিতের মধ্যে একে

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia

ISSN: Nil Volume – 1 Issue- January- June 2023

অপরের প্রতি ঘৃণা ও আকাঙ্ক্ষার এক সমানুপাতিক চাপান-উতোর চলতে থাকে। তিউনিসিয়ার উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লবী আলবার্ট মেমনি-কে উদ্ধৃত করে লীলা গান্ধী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শাসক ও শাসিতের এই প্রবণতার প্রসঙ্গ। শাসকের সত্তার প্রতি শাসিতের যে প্রলুব্ধ দৃষ্টি, শাসককে অনুকরণ করার শাসিতের যে অন্ধ, অযৌক্তিক আকর্ষণ তা শাসকের শাসিতের ওপর মোহাবেশ বিস্তার করার দক্ষতার প্রকাশ বিশেষ। ঔপনিবেশিক শাসক প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রম সৃষ্টি করে যে ক্ষমতার আঙ্গিনায় পদার্পণ শাসিতের পক্ষে সম্ভব না হলেও শাসক দ্বারা নির্মিত সাংস্কৃতিক এক কল্পিত প্রাঙ্গণে হয়তো সে চাইলেই আসতে পারে। এরই প্রলোভনে ললিতকুমারের সাহেব হয়ে ওঠার বাসনা।

কিন্তু ললিতকুমারের সাহেব হওয়ার অভিলাষ অসম্ভব স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার কথা ছিল না। হারবার্টের জন্ম যেন একরকম ভাবে ললিতকুমারের এই দিবাস্বপ্নের প্রতি সদা প্রযুক্ত এক ব্যাঙ্গের জন্ম দেয়। কারণ হারবার্টকে যেটুকু সাহেব লাগতো তা তার ভয়ের জন্য: "বেশিরভাগ সময়েই তার ভয় করতো। ভয়ের ফ্যাকাশেটা ফর্সা ভাবটা আরো বাড়িয়ে দিত। বাবা-মা'র কারণে মোটর গাড়ি ও বিদ্যুতের ভয় তো ছিলই। পরে এর সঙ্গে ধন্নার মারের ভয় ছিল। জ্যাঠামশাই-এর যখন তখন 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা' চিৎকারের ভয় ছিল। বিনু আবার নতুন এক ধরনের ভয় নিয়ে এসেছিল"(২১)। আবার নামের সঙ্গে বেমানান শারীরিক গড়নের জন্য বাচ্চারা হারবার্টকে 'বাঁটপাখি!বাঁটপাখি!' বলে খ্যাপায়। জেঠিমা তার নামের স্বদেশিকরণ করে ডাকেন হারু বলে। হারবার্ট নিজে তার এরম নামের ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনা সম্পর্কে যে সচেতন ছিলনা এমন নয়। তিক্ততার মুহূর্তগুলিতে তাই নিজেও সে ছাড়ে না এ নামকে ব্যঙ্গ করতে: "...হারবার্ট, হার ...বার্ট, হা... র...বার্ট" (১২)। কিম্বা স্বরচিত কবিতায় :"আমার নাম বাঁট। আমি বাঁট। বাঁট দেখেচো।এবার লাট দেখবে"(২২)। কিন্তু পিতা তথা উপনিবেশের সমস্ত শাসিতের মত সাহেবিপণার আকাঙ্খাও হারবার্টের মধ্যে যুগপৎ উপস্থিত ছিল। সাহেব পাড়ায় তার আনাগোনা প্রচ্ছন্ন এই প্রবণতার এক রকম প্রকাশ: "এদিক থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটলে সায়েব পাড়ার এলাকা - রাস্তার নাম গুলো শুনলেই কেমন লাগে - লাউডন, রডন, রবিনসন, শর্ট, উট্রাম, উড, পার্ক..."(৪৭)। অথচ সায়েবি নামের সেসব পাড়ায় ঘোরাফেরার দরুণ তার ঔপনিবেশিক অতীতের সঙ্গে কোনো প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপিত হয়না হারবার্টের। হারবার্টের মুখে এসে আটকে যাওয়া কথা বা প্রকাশ করতে না পারা অনুভূতি সেই ব্যর্থতাকে প্রকট করে: "কী যেন বলার ছিল। থাক, এখন না বললেও চলে। হারবার্ট বিড়বিড় করে - ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ"(৪৭)! প্রায়ার্থহীন, না বোঝা, আধবোঝা এই শব্দবন্ধ হয়তো হারবার্টের সাথে তার তথা ললিতকুমার ও উপনিবেশের সকল শাসিতের অর্থপূর্ণ যোগাযোগের অসম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করে।

হারবার্টের একলা, একাকী জীবনকে আরই বিষাদে আচ্ছন্ন করে মৃত্যুর চেতনা। পিতামাতার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রভাব তো ছিলই। খোড়োরবির আত্মহত্যা পরিণত হারবার্টের সঙ্গে মৃত্যুর আকস্মিকতার পুণর্পরিচয় ঘটায়। মৃত্যুচিন্তা থেকে বিষাদ এবং বিষাদ থেকে জন্ম নেয় হারবার্টের পরলোক চিন্তা। "শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভুষণ প্রণীত পরলোকের কথা এবং কালীবর বেদান্তবাগিশ প্রণীত পরলোক রহস্য

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia

ISSN: Nil Volume – 1 Issue- January- June 2023

হারবার্টের পরলোক চর্চায় দুটি প্রধান উপকরণ। এছাড়াও জরাজীর্ণ, বাঁধানো নাট্যমন্দির পত্রিকা থেকে সে সার্কাসে ভূতের উপদ্রব পড়েছিল" (১১)! বছর চোদ্দো বয়সে চিলেছাদের ঘরে "একদিন দুপুরে সে একটি টিনের তোরঙ্গ পায়", আর তার ভেতরে পায় "একটি মড়ার মাথা ও কয়েকটা লম্বা হাড়" (২১)। প্রথমে ভয় পেলেও "পরে বারবার, যেন নেশার ভরে, এসে তোরঙ্গটা খুলে খুলি আর হাড়গুলো দেখতো হারবার্ট। ভাবতে চেষ্টা করত এটা যার খুলি সেই লোকটা কে হতে পারত" (২১)। এই নেশা অবশ্যই হারবার্টের চরিত্রে তদ্দিনে জেঁকে বসা মরবিডিটির প্রমাণ দেয়। "বছর দুয়েক পরে একদিন হাড়গুলো আর ঐ কঙ্কালের মুণ্ডটা হারবার্ট একটা থলিতে ভরে ভোরবেলা কেওড়াতলায় আদিগঙ্গাতে ফেলে দিয়ে এসেছিল" (২১)। বলাই বাহুল্য "গঙ্গায় সেই হতভাগ্য অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটির অবশেষ বিসর্জন দেওয়ার পরে হারবার্টের মধ্যে চরম দুর্মদ মৃত্যুচেতনা জেগে ওঠে" (২১)। এরই অভিঘাতে হারবার্ট আগের উল্লেখিত বই দুটি "আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়া শুরু করে" (২১)। খোড়োরবির আত্মহত্যার ঘটনা ঠিক এর পরেপরেই। মৃত্যুকে গাণিতিক যুক্তিতেও বোঝার চেষ্টা করে হারবার্ট: "মানুষ যদি ১ হয় তাহলে ০ হল মরা মানুষ। মানুষ+মরা মানুষ= ১+০=১=খোড়োরবি"(২৩)।হারবার্টের সমীকরণে মৃত্যু সত্তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনা। মৃতাবস্থা তার সমীকরণে কেবলই শূন্য। হারবার্টের দৃষ্টিতে দেহের এই পরিবর্তন এক অর্থহীন রূপান্তরের নির্দেশক। একরকম ধাঁধা বা ভ্রম হয়তো। কাজেই মৃত্যুর পর থেকে যাওয়া অস্তিত্ব নিয়ে হারবার্টের চিন্তাজগত সংগঠিত হতে থাকে।

হারবার্টের পরলোক চর্চা সাময়িক হলেও জোর ধাক্কা দেয় বিনুর এসে পড়া। বিনু হারবার্টের জেঠতুতো দাদা অধ্যাপক কৃষ্ণলালের ছেলে। "বিনু কলকাতায় আশুতোষ কলেজে জিওলজি অনার্স নিয়ে পড়তে এসেছিল "(৩০)। সে "পরলোকে আগ্রহী হারবার্টকে মৃত্যুর একটা অন্য মানে বুঝিয়েছিল"(৩১)। বিনু হারবার্টকে দেখায় মৃত্যু অর্থহীন রূপান্তর নয়। শহিদের মৃত্যুর কথা , বিপ্লবের স্বার্থে আত্মবলিদানের কথা শোনায় সে হারবার্টকে। বিনু সমাজ পাল্টানোর স্বার্থে এই ধরনের মৃত্যুবরণকে অর্থপূর্ণ বলে মনে করে। বিপ্লবী সংগঠনের কাজেও অল্পস্বল্প নিযুক্ত করে হারবার্টকে। কিন্তু পুলিশের গুলিতে বিনুর অকালমৃত্যুর ফলে হারবার্টের চেতনায় বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটার সুযোগ হয় না। বিনুর মৃত্যুর পরের বছরগুলিতে ভোটের দিনে চিলে ছাদে গুটিয়ে বসে থাকা আপাতদৃষ্টিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি হারবার্টের একমাত্র প্রতিবাদ। হারবার্ট ভাবে এ তার "বিনুর প্রতি ট্রিবিউট"(৩৫)। মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর হারবার্টকে কানে কানে বিপ্লব সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্যসম্বলিত ডায়েরির হদিস বলে যায় বিনু। এর থেকে বিপ্লবের সংক্রমণ হয় না হারবার্টের মধ্যে। বরং বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যেতে দেয় সে সেই তথ্যকে। অনেক বছর পরে এই ডায়েরির স্মৃতি যখন স্বপ্নের মধ্যে ফেরে হারবার্টের কাছে হারবার্ট তৎক্ষণাৎ স্মৃতি-বিস্মৃতির এই প্রক্রিয়াকে পারলৌকিক গল্পে রূপান্তরিত করে। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে এই যোগাযোগ হারবার্টের কাছে হয়ে দাঁড়ায় পরলোকগত বিনুর কণ্ঠস্বর। ঠিক যেমন সে পড়েছিল পরলোক কথা বইটিতে। বিনুর প্রখর জাগতিক যুক্তিবাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে এইভাবে। উপন্যাসের শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লব সংক্রান্ত চিন্তা ও প্রবণতার একরকম আত্তিকরণ ঘটে হারবার্টের অতিন্দ্রীয় ও পরলোক চিন্তার মধ্যে।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia

ISSN: Nil Volume – 1 Issue- January- June 2023

হারবার্টের কাহিনীতে যুক্তিবাদীদের প্রবেশ ঘটনা-ক্রমের একবারে শেষ ভাগে। এরা "পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সঙ্ঘ"- এর পক্ষ থেকে চিঠি দেয় হারবার্টকে এবং একরকম যুদ্ধের হুঙ্কার দেয় তাকে। তিনদিনের মধ্যে তাদের দপ্তরে গিয়ে নিজেকে ভন্ড বলে লিখিত স্বীকারোক্তি না দিলে তারা হারবার্টের দপ্তর তথা বাড়ি এসে তাকে পর্যুদস্ত ও অপমানিত করবে বলে শাসায়। হারবার্ট তার সীমিত শিক্ষা ও বিচার বিবেচনায় এই যুক্তিবাদীদের হুমকির তাৎপর্য ঠিকঠাক বিশ্লেষণ করে উঠতে পারেনা। নতজানু হতে অস্বীকার করে সে খানিক অজান্তেই এদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করে বসে। যুক্তিবাদীরা দেরি না করে এসে পড়ে। এদের হারবার্টের দপ্তরে ঢোকা আগ্রাসী অনুপ্রবেশের চিহ্নবহ "এত লোক! পাঁচ-সাতটা ছেলে। কয়েকজনের চশমা। দাড়ি। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো। দুটো মেয়ে। বলা কওয়ার তোয়াক্কা না করেই ওরা ঢুকতে থাকে" (৬৫)। হারবার্টের চোখে এই মানুষগুলির হাবভাব আদবকায়দা অপরিচিত ঠেকে। এদের দ্বিভাষিকতা ও ইংরেজির ব্যবহারে হারবার্ট ঔপনিবেশিকের ভূত দেখে। সে রেগে যায়: "- ও ইংরিজি করে বলে ভেবেচেন ভেবড়ে দেবেন সেটি হবে না। ইংরিজি মারাচ্চে। আমিও দেখে নেব। খালি ইংরিজি বলচে" (৬৯)। হারবার্টের চোখে এরা ঔপনিবেশিক যদি নাও হয় এরা নিশ্চিত ঔপনিবেশিকের অনুচর। আক্রমণের তীব্রতায় এদের আঘাত হারবার্টের কাছে প্রায় শারীরিক প্রহারের সামিল বলে মনে হয়: "কেবল মারচে!কেবল মারচে" (১২)! পরাজিত, অসহায় হারবার্টের চোখে পড়ে এদের নির্মমতা: "হামা দিচ্চে তবু মারচে! পাটবন শুয়ে পড়েচে, তবু মারচে! কিল, চড়, লাতি, ঝ্যাঁটা..."(১২)। সায়েবদের পথ ধরেই এদের আসা এবং হারবার্টের চোখে এদের উদ্যেশ্য এবং কার্যকলাপ মেলে সায়েবদের সাথে: "সায়েবরা তো রাতদিন ধরে মারল। পারল? সায়েবরা হেদিয়ে গেল তো এরা এল - আরে বাবা ইংরিজি ঝাড়লে যদি বাওয়াল ঠেকানো যেত তাহলে আর দেখতে হতো না" (১৪)।

লক্ষ্যনীয় এখানে বাওয়াল শব্দটির ব্যবহার: "বাওয়াল কেউ থামাতে পারবেনা বাবা" (১৪)। হারবার্ট মনে করে তার 'মৃতের সহিত কথোপকথন' সংক্রান্ত কার্যকলাপ একরকমের বাওয়াল। শব্দটি একটি আরবান স্ল্যাং, যার অর্থ একপ্রকার ঝঞ্ঝাট বা উপদ্রব পাকিয়ে তোলা। বাওয়াল কোন সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত আক্রমক ক্রিয়াকলাপ নয়। এটি বিক্ষিপ্ত বা অসংহত এবং একই সঙ্গে স্থিতাবস্থার বিপক্ষগামী। বাওয়াল কখনই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ শক্তিহীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেনা। এই কৌশল ক্ষমতাহীন বা প্রান্তিক ব্যবহার করে থাকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বাওয়াল যেমন স্থিতির বিপক্ষগামী, তেমনি এর একটানা নাছোড় ব্যবহার একরকম প্রতিরোধকে সূচিত করে। এই কারণে হারবার্ট তার কার্যকলাপকে স্থিতির বিপক্ষগামী রণকৌশল বলে মনে করে। রণকৌশলগত কারণে তাই হারবার্টের পরলোক চর্চা প্রায়শ প্রতারণার গলি-রাস্তা ধরতেও পিছপা হয় না। যুক্তিবাদ ক্রমে হারবার্টের সেই প্রবাদপ্রতিম শক্তিশালী প্রতিপক্ষের জায়গা নেয়। আর এমতাবস্থায় বাওয়ালের মধ্যে দিয়ে প্রতিরোধ এবং উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায় হারবার্টের রণকৌশল।

যুক্তিবাদীদের যে হারবার্ট উপনিবেশকারীদের সঙ্গে একই অক্ষে দেখে তা অস্বাভাবিক নয়।পশ্চিমী এনলাইটেনমেন্ট আমরা জানি হেরোইক সায়েন্সের প্রবক্তা ও পৃষ্ঠপোষক।এই হেরোইক সায়েন্স মনে করে রেশনাল ম্যান সার্বজনীন এক বিজ্ঞান-চেতনার মাধ্যমে চিরকালীন, সার্বজনীন সত্যকে আবিষ্কার করবে১।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia

ISSN: Nil Volume – 1 Issue- January- June 2023

হ্যাবারমাসের কথায় এনলাইটেনমেন্টের চিন্তকরা তাদের শিল্প ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবসত্বা ও তৎসহ সমগ্র জগতকে সুনিশ্চিত করে বুঝে ফেলার বাড়াবাড়ি আশার দ্বারা পরিচালিত। এর সাথে সাথে নৈতিক অগ্রগতি, সুবিচার ও মানবজাতির সুখশান্তিকেও সুনিশ্চিত করায় আশাবাদী এরা২। ঔপনিবেশিকতাবাদ ভালোমত ব্যবহার করে এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারাকে। উপনিবেশকারী নিজেকে এনলাইটেনমেন্টের ধারক ও বাহক প্রতিপন্ন করে উপনিবেশের বাসিন্দাদের কাছে নিজেকে সভ্যতর প্রমাণ করতে চায়। কারণ নিজেকে উন্নততর সভ্যতার মালিক প্রমাণ করতে পারলে সুবিধা হয় উপনিবেশের শাসিতের মনোজগৎ শাসন করার কাজ। আর শাসিতের মনোজগৎকে বশীভূত করতে পারলে শাসনের কাজ হয়ে দাঁড়ায় আরো সহজ। এ কাজে সহজেই ঔপনিবেশিক পাশে পায় স্বদেশীয়দের একাংশকে যারা ঔপনিবেশিকের মোহপাশে মোহাবিষ্ট হয় এবং দ্রুত অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় ঔপনিবেশিকের রীতিনীতি, আদব-কায়দা, বেশ-ভূষা ও তৎসহ আরো অনেক কিছুকে। হারবার্ট উপন্যাসের যুক্তিবাদীরা এই মোহাবিষ্ট, বশীভূত দেশীয় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

হারবার্ট আধুনিকতা , এনলাইটেনমেন্ট, হেরোইক সায়েন্স, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন - তথা এই সমগ্র অক্ষটির প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে। হারবার্টের অবিশ্বাস এনলাইটেনমেন্ট দ্বারা পুষ্ট আত্মবিশ্বাসের প্রতি পোস্টমডার্ণিসমের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে সূচিত করে। হারবার্ট এর পরোলোক চর্চার 'বাওয়াল' উপরোক্ত অক্ষটির বিপক্ষে তার এক বিচ্ছিন্ন, অসংবদ্ধ প্রতিরোধ।উপন্যাসের শেষে হারবার্টের মৃতদেহ থেকে চুল্লি উড়িয়ে দেওয়া অতর্কিত বিস্ফোরণ প্রতিরোধের আরেক রকমফের প্রকাশ্যে আনে - অন্তর্ঘাত। প্রবল ক্ষমতাশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীনের এক প্রাচীন রণকৌশল। আমরা দেখব এর সঙ্গে সংগতি রেখে সর্বব্যাপী বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতের ডিসকোর্স ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে নবারুণের ফ্যাতাড়ুদের নিয়ে লেখাগুলিতে। হারবার্টের মধ্যে প্রতিফলিত প্রতিরোধের এই অসংবদ্ধতা ও যুগপৎ অন্তর্ঘাতের ব্যবহার এবং যুক্তিবাদের আড়ালে দাঁড়ানো হেরোয়িক সায়েন্স ও এনলাইটেনমেন্টের প্রতি হারবার্টের পোষণ করা অবিশ্বাস পোস্টমর্ডানিজমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। হারর্বাট উপনিবেশের অক্ষটিকে চিনতে পারে এবং সচেতনভাবে সেই অক্ষের বিপ্রতীপে দাঁড়ায়।